হৃদয় জানালা

কত দূরের মানুষটা হঠাৎই কাছের হয়ে যায়। যায় দু'টো কথা দিয়ে। 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। হয়তো এ কথায় নয় 'তোমার কথা মনে হয়' কিংবা 'তোমাকে সেদিন স্বপ্নে দেখেছি'। অথবা এর থেকেও সাধারণ কোনো কথা। যার সারকথা আমি তোমাকেই ভালোবাসি। চাইলে লিখতে পারেন হৃদয় জানালা'র পাতায়... দূরের মানুষটিকে কাছের করে নিন। করে নিন একেবারে আপন...

কোন কাননের ফুল...

কাল সারারাত তোমায় স্বপ্ন দেখে সকালে যখন জেগে উঠি তখনও আমার চোখ ছিল স্বপ্নালু। ছোট ছোট স্বপ্নগুলো লুকোচুরি করছিলো আমার স্মৃতির সরোবরে। দৃষ্টি সরোবরের সেই শান্তির জলরাশিতে তুমিই ছিলে আমার নীলপদ্ম।

রোদ্দুর ভরা স্বপ্নমাখা সকালটা ঝলমল করে উঠল তোমার নিষ্পাপ হাসির মতো। আমি রাতের স্বপ্নের কথা আনমনে ভাবছিলাম আর একা একা মিটিমিটি হাসছিলাম। কিভাবে যেন সদ্য ফোটা গোলাপগুলো আমার স্বপ্নের কথা জেনে গেল। হয়তো ভোরের হিমেল বাতাসের কাছে। জান ওর মধ্যে যে ফুলটা সবচেয়ে সুন্দর সেই বোকা ফুলটা তোমার রূপের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার দুঃসাহস দেখাল, সঙ্গে সঙ্গে ভোরের পাখিরা একযোগে কলতান করে তার প্রতিবাদ জানাল। ঝলমলে রোদ্দুরটা মেঘের পর্দায় নিজেকে লুকিয়ে মুচকি হেসে নিল। লজ্জা পেল 'ফুলদের রানী'। লজ্জায় রাঙা হয়ে নিজের হার স্বীকার করে নিল সে। সান্ত্বনা দিলাম বোকা ফুলকে। বললাম "তোমার কাছে হারার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। সুন্দরের প্রতিভূই তো তুমি।"

শেষ রাতের ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদকে প্রশ্ন করলাম, নভোমন্ডল কি ভূ-মন্ডলে তোমার মতো সুন্দর কেউ আছে কি? চাঁদ জবাব দিল, তার প্রিয়তমার দোহাই দিয়ে 'নেই'। আমি প্রশ্ন করলাম, ভোরের স্নিগ্ধতাকে তোমার থেকে স্নিগ্ধ কিছু নাকি? স্নিগ্ধতা গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল তার সব কিছুর উৎসই তো তুমি। উৎসের সঙ্গে কি কখনও তুলনা চলে? তুমি কে? শাজাহানের মমতাজ নাকি রোমিওর জুলিয়েট, নাকি অন্য কারো মানসী? আমি হয়তো আগে কোথাও তোমাকে দেখে থাকবো যেমন দেখেছি আজকের স্বপ্নের মাঝে। আগন্তুক তুমি, তবু কেন জানি তোমাকে পর মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে অতি আপনজন। মনের আপন খেয়ালে একে যাওয়া বাস্তবের অতি আপনজন। পাওয়া না পাওয়ার সীমানায় এক দুর্বোধ্য কুহেলিকা। সবাই আমাকে পাগল বলে, অপরাধী বলে, একবার তাদের প্রতি আমার এ ফরিয়াদ তোমরা জিজ্ঞেস কর তাকে হে নারী, তুমি এত রূপসী, এত সুন্দরী এত লাবণ্যময়ী কেন? একই অঙ্গে এত রূপ এটা কি কোনো অপরাধ নয়? অপরাধ কি শুধু সে রূপের পূজারীর? রূপের নয়? আচ্ছা বাদ দাও ওইসব যুক্তির বেড়াজালে আটকানো হতভাগা মানুষদের কথা। এই তুমি তোমার সামনে কালের আয়না রাখছি। তুমিই বিচার করো। নিজেকে আয়নায় দেখে বুঝতে পারবে এত রূপসীকে চাইবার জন্য সবাই উৎসুক থাকতে বাধ্য। আমি জানি, এতে কারো কোন অপরাধ নেই। ফুলের দিকে যার চোখ নেই তারাই কাঁটার আঘাতের ভয় করে।

রেজওয়ানুল হক শোভন
১৫/১, চামেলীবাগ, শান্তিনগর, ঢাকা

হৃদয়ের করুণ আর্তি

গতিশীল জীবনের এই বর্ণিল সময়ে এসে আজ নিজেকে বড় দুঃখী, একাকী ও অসহায় মনে হচ্ছে। তোমাকে যেদিন শেষবার দেখেছি সেদিন থেকেই কষ্টের সঙ্গে আমার বসবাস। আর কোনো মেয়েকে হয়তো আমি ভালোবাসতে পারবো না। এজন্য বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত আমার হৃদয় এক পরাজিত সৈনিকের মতো ডুকরে ডুকরে কাঁদছে। আজ উপলব্ধি করেছি যে, ভালোবাসার আগুন চিতার চেয়েও ভয়ঙ্কর। চিতা তো একবার জ্বলে শেষ হয়ে যায়, কিন্তু ভালোবাসার আগুন সারা জীবন হৃদয়কে পুড়িয়ে খায়। যেখানেই থাকো সুখে-শান্তিতে ও আনন্দ-উচ্ছ্বাসে বর্ণিল জীবন গড়ে তোল—এ আমার কামনা। আর এটুকু মনে রেখো, আমার এ পোড় খাওয়া হৃদয় মৃত্যুর পরে হলেও তোমাকে পাওয়ার আশায় প্রহর গুনছে। আমার অপরাধগুলো ক্ষমা করো।

নূর হোসেন (রাজিব)
জি-ব্লক, হালিশহর, চট্টগ্রাম

প্রেমিকার স্বরূপ সন্ধানে

প্রেমিকার স্বরূপ সন্ধানের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৪৬, ৫ এপ্রিল ২০০২ একটি প্রচ্ছদ কাহিনী তৈরি করে এবং একই সঙ্গে একটি মজাদার খেলার আয়োজন করে। পাঠকের কাছে ৫টি প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়ে আমরা পাঠকের প্রেমিকার সন্ধান দিতে পদক্ষেপ নিয়েছি। এ প্রেক্ষিতে পাঠকের কাছ থেকে আমরা অসংখ্য চিঠি পেয়েছি। সে সাথে সময় বাড়ানোর অনুরোধ করে অনেক ফোন। তাই চিঠি পাঠানোর মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সম্পাদকীয় বিভাগ। সুযোগ করে দিয়েছে আপনাকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে।

এই খেলায় অংশ নিতে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে—

১. আপনার পড়া সাহিত্যের প্রিয় প্রেমিকা চরিত্রের নাম?
২. আপনার দেখা প্রিয় চলচ্চিত্র/টিভি গায়িকা বা অভিনেত্রীর নাম।
৩. এ দুটি চরিত্রের সঙ্গে আপনার ব্যক্তি জীবনে চেনা কোনো মেয়ের সঙ্গে বা আপনার প্রেমিকার সঙ্গে মিল আছে?
৪. প্রেমিকা বা প্রেম সম্পর্কে একটি উক্তি উল্লেখ করুন।
৫. প্রেমিকার রূপ বা গুণ বা প্রেম সম্পর্কে আপনার নিজস্ব বক্তব্য ভিন্ন পাতায় যত ছোট বা বড় ইচ্ছে লিখুন।

তথ্যগুলো ক্রমিক নম্বর অনুসারে সাজিয়ে নিলেই হবে। লেখার শেষে উল্লেখ করতে হবে আপনার বয়স, শিক্ষাগত অবস্থান, বিবাহিত বা অবিবাহিত এবং নাম উল্লেখ করবেন। নাম ছাপাতে না চাইলে লিখবেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক। থাকতে হবে পুরো ঠিকানা। কারণ সেরা পত্র লেখকরা পাবেন সৌজন্য পুরস্কার।

প্রথম পুরস্কার ৫০০ টাকার প্রাইজবন্ড, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ টাকার প্রাইজবন্ড এবং তৃতীয় পুরস্কার ২০০ টাকার প্রাইজবন্ড।

লেখা ১৫ জুলাই তারিখের মধ্যে আমাদের হাতে পৌঁছাতে হবে ডাক বা কুরিয়ারযোগে। পাঠানোর ঠিকানা—

আমার প্রেমিকা
সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০